WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

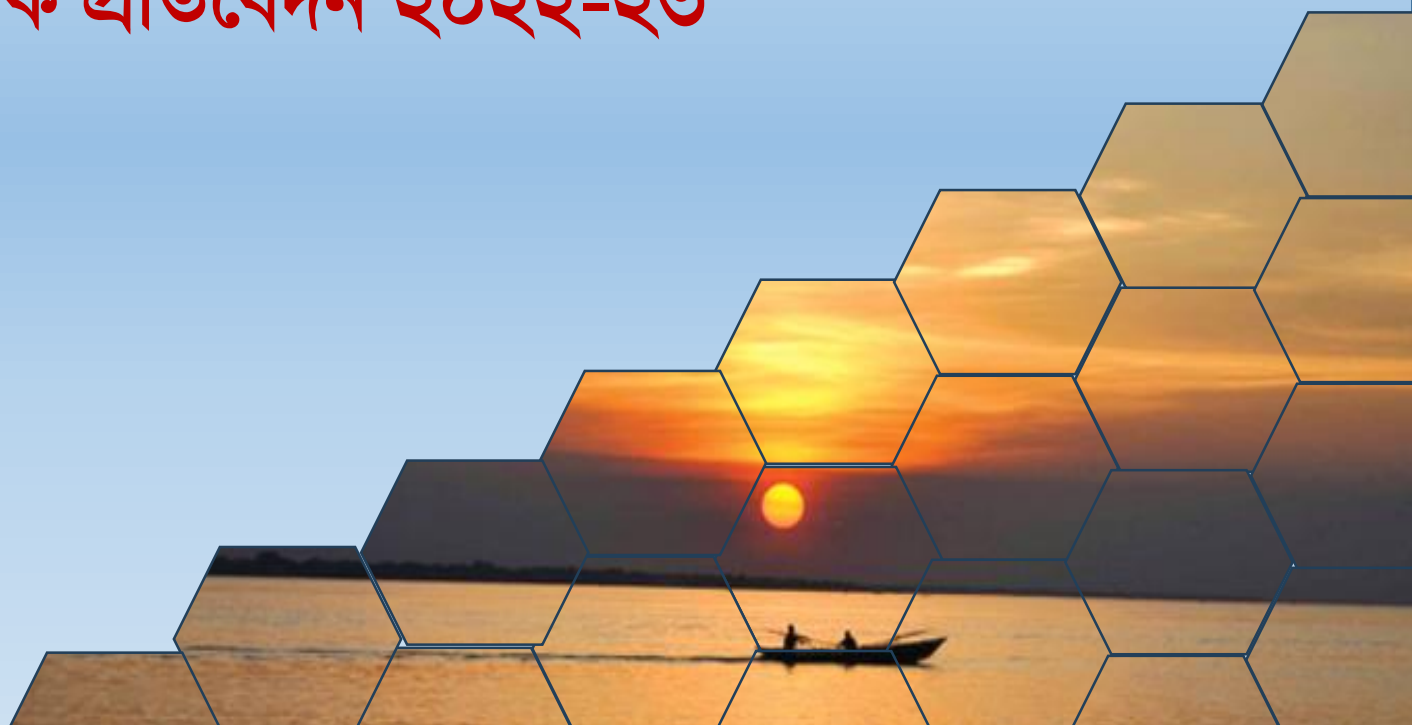

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ১

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন..... ১

ওয়ারপো'র প্রধান কার্যপরিধি সমূহ..... ২

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপোর কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ..... ২

১) প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয় সংক্রান্তঃ..... ২

ক) ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ..... ২

খ) জনবল..... ৩

গ) বাজেট..... ৪

ঘ) কর্মশালা /সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম..... ৫

ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন বিভিন্ন কমিটির সভা সংক্রান্তঃ ৭

২। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা,২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্তঃ..... ৭

৩। পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতের ছাড়পত্র প্রদানঃ..... ৭

৪। অনাপত্তি প্রদান কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ..... ৯

৫। ফি বা সেবামূল্য সংক্রান্তঃ..... ৯

৬। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি):..... ৯

(ক) উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)..... ৯

(খ) উপাত্ত সংগ্রহ..... ১০

৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন..... ১০

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)..... ১০

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)..... ১১

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন..... ১১

(ক) সমাপ্ত প্রকল্প..... ১১

(খ) চলমান প্রকল্প..... ১৪

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্প (Proposed Project)..... ১৫

৯) এসডিজি এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন..... ১৭

ক) এসডিজি এর অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমঃ..... ১৭

ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র..... ১৮

বঙ্গবন্ধু কর্ণার..... ১৯

উত্তম চর্চা..... ২০

উপসংহার..... ২৪

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ফটোগ্যালারী..... ২৫

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদনদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূপরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে থেকে আগত নদনদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সালে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কোঅর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপো'র সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন

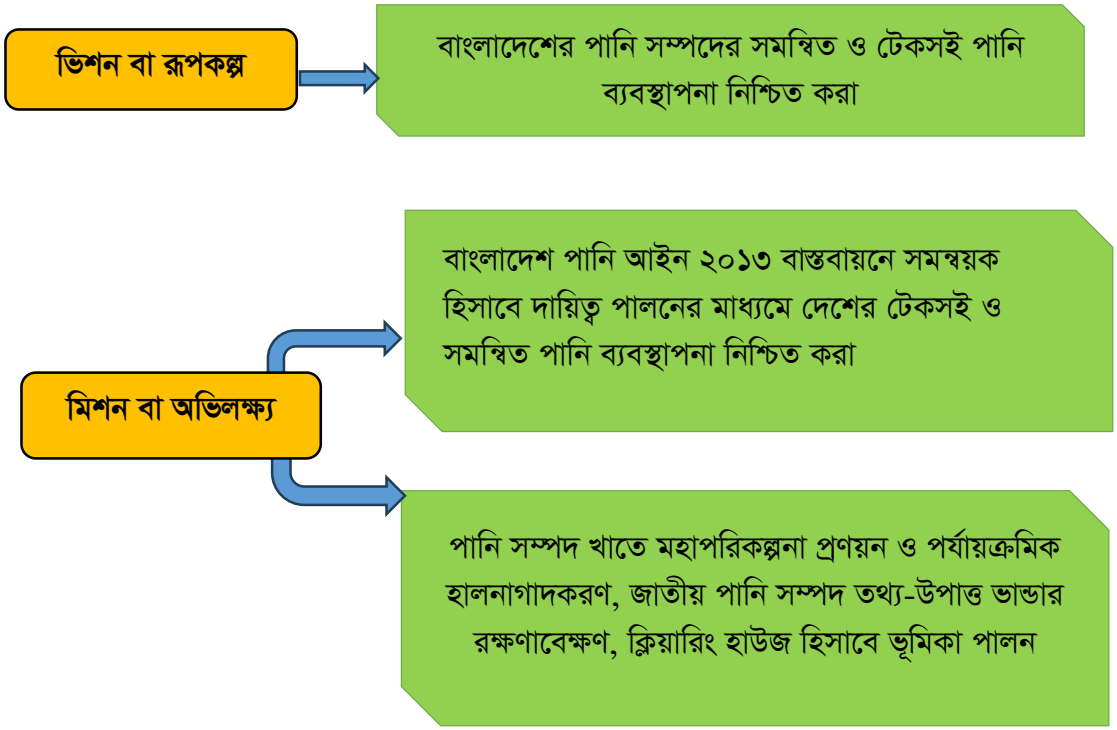

ওয়ারপো'র প্রধান কার্যপরিধি সমূহ

(পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী

- পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
- পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা;
- জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) কে প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
- জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;
- জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি'র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
- বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Coordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা;
- আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থা'র পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;
- স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা;
- জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ;
- পানি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদান।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপোর কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

১) প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয় সংক্রান্তঃ

ক) ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

জেলা পর্যায়ে ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। ০৭ টি বিভাগীয় শহরের ০৭ টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ৫৬ জন জনবল অনুমোদন করা হয়েছে। বাকী জেলাগুলোতে জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ওয়ারপো'র ৭ টি বিভাগীয় শহরে ইতোমধ্যে ওয়ারপো'র জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে|

চিত্রঃ ওয়ারপোর অফিস সমূহ

খ) জনবল

অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী ৮৬ জন কর্মকর্তা ও ৫৭ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপো'র মোট জনবল হলো ১৪৩, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা	শূণ্য পদ
গ্রেড ১- ৯	৬৩	২৯	৩৪
গ্রেড ১০-১২	১৬	১৪	২
গ্রেড ১১-২০	৬৪	৫৮	০৬
সর্বমোট:	১৪৩	১০১	৪২

শূণ্য পদগুলির মধ্যে ১৮ টি ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা এবং ০১ টি ১৪ ও ০১ টি ১৯ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

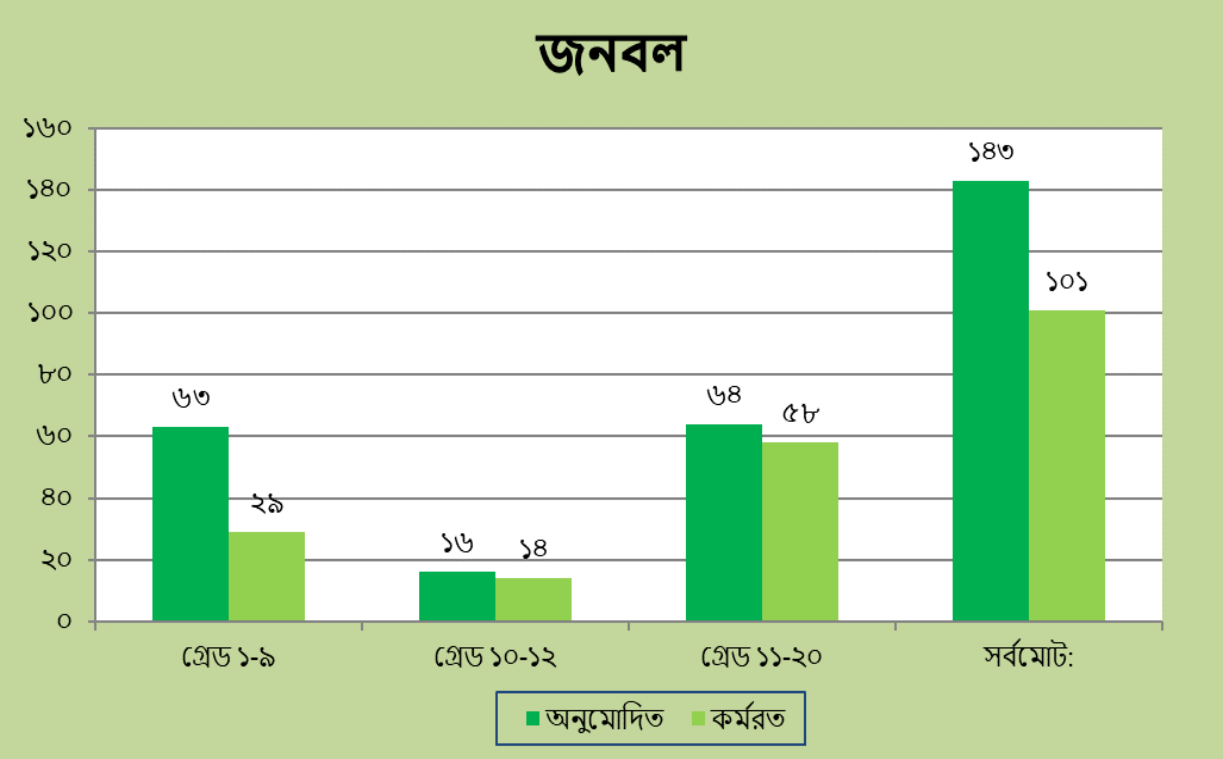

(গ) বাজেট

সরকারের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপো'র কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০২২-২০২৩ সালের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট **(লক্ষ টাকায়)**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ	উৎস
১.	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018)	৬৯০.০০	জিওবি =৫৪০.০০ আরপিএ=১৫০.০০
২.	বেতন ভাতাদি	৯৮০.৩৮	জিওবি
৩.	অন্যান্য	৭৯৬.৪২	জিওবি
৪.	উপমোট (২+৩)	**১৭৭৬.৮০২**	জিওবি
	সর্বমোট	**২৪৬৬.৮০২**	

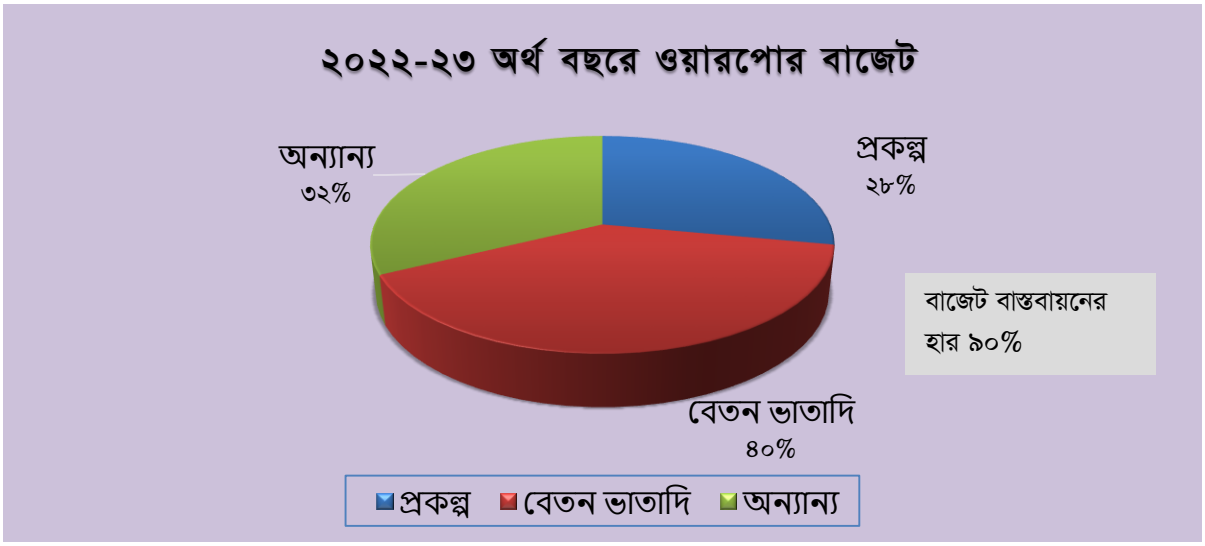

ঘ) কর্মশালা /সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কর্মশালা /সেমিনার

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো ১৭ টি কর্মশালা /সেমিনার আয়োজন করেছে।

কর্মশালা /সেমিনার এর বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)

কর্মশালা /সেমিনার এর বিবরণ	কর্মশালা /সেমিনার এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	তারিখ
১	২	৩
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে চুয়াডাঙ্গায় জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২২ আগস্ট ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে নীলফামারীতে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২৪ আগস্ট ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে নাটোরে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে কক্সবাজারে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	১১ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে লক্ষীপুরে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	১২ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে ঝালকাঠিতে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মাদারিপুরে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২০ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে গাইবান্ধায় জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২২ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে খাগড়াছড়িতে জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মাগুরায় জেলা কর্মশালা"	৫০ জন	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২
"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলায় কর্মশালা	৬০ জন	১৪ সভেম্বর ২০২২

“সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ” শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মতবিনিময় কর্মশালা	৬০ জন	১২ জানুয়ারী ২০২৩
“সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ” শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় মতবিনিময় কর্মশালা	৬০ জন	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
“বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে নড়াইলে জেলা কর্মশালা”	৫০ জন	০৬ জুন ২০২৩
“বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে শেরপুরে জেলা কর্মশালা”	৫০ জন	১৩ জুন ২০২৩
“বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে ঠাকুরগাঁওতে জেলা কর্মশালা”	৫০ জন	১৯ জুন ২০২৩
‘সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কর্মশালা	১২০ জন	২৫ জুন ২০২৩

প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো ৭ টি প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ১৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ এর বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	তারিখ
১	২	৩
Training on “Surface Water-Groundwater Interaction Modelling”	১২	০৫ - ০৬ এপ্রিল, ২০২৩
Training on “Aquifer Mapping and Sustainable Groundwater.”	১২	১৬ - ১৭ এপ্রিল, ২০২৩
Training on “Concept of GIS, RS for Capturing Groundwater Data”	১১	১২ - ১৩ জুন, ২০২৩
শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোবাইল এ্যাপস এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১	০১ সেপ্টেম্বর ২০২২
ডি-নথি বিষয়ক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	২৫	২৮-২৯ ডিসেম্বর, ২০২২
ডি-নথি বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	২৪	১৩ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
MyGov সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬	২, ২০২৩
মোটঃ ০৭	**১৫৫ জন**	

বৈদেশিক প্রশিকক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশের নাম
১	২	৩
Strategic Planning for River Basin and Deltas	০৪/০৭/২০২২ হতে ২২/০৭/২০২২	নেদারল্যান্ডস

ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন বিভিন্ন কমিটির সভা সংক্রান্তঃ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬ মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রমহোদয়ের সভাপতিত্বে নিম্নেবর্ণিত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর সংস্থা'র সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন ন্যস্ত। উক্ত পরিচালনা বোর্ডের ১৭ তম সভা বিগত ০৩/০৮/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ওয়ারপো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পানি সম্পদ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ১৭ টি সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

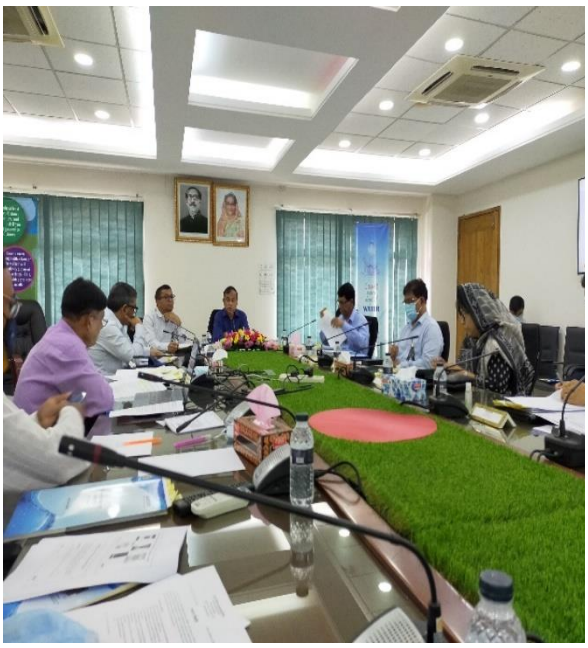

চিত্রঃ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভা (৩ আগস্ট, ২০২২)

২। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা,২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা,২০১৮ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭৩ টি অভিতকরণ কর্মশালা (জাতীয় পর্যায়ে ১ টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৮ টি এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪ টি) আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত আইন ও বিধিমালা এবং বিধিমালার বিধি-১৪তে বর্ণিত জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসন এবং জেলা পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ৫৮ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকী কর্মশালাগুলোর আয়োজন চলমান রয়েছে। এছাড়া আইনের বিভিন্ন ধারাসমুহ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারপো কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩। পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতের ছাড়পত্র প্রদানঃ

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ৩৭৪ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০২২-২৩, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ০৮ (আট) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ছাড়কৃত প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	জেলা	প্রকল্পের নাম	আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ	ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ
১।	কুমিল্লা ও চাঁদপুর	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত নতুন ডাকাতিয়া নদীর পুন:খনন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	৩১/০৮/২০২২	২৬/০৯/২০২২
২।	খুলনা	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পে নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র।	০৮/০৮/২০২২	১৯/০৯/২০২২
৩।	সুনামগঞ্জ	"সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত ফেসীবাজার, ভাংগাবাড়ী ও বাগময়না এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ"শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	১৮/১০/২০২২	২৮/১২/২০২২
৪।	সিলেট	"Flood Reconstruction Emergency assistance project (FREAP)"	৩১/১০/২০২২	২৯/১২/২০২২
৫।	কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন	১৭/০৮/২০২২	৩০/১০/২০২২
৬।	বরিশাল	"বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলাধীন বরিশাল বিমানবন্দর এলাকা সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প।	১১/০১/২০২৩	০১/০৩/২০২৩
৭।	বাগেরহাট	"বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলাধীন মধুমতি নদীর ভাঙ্গন থেকে সোনাপুর, গাড়ফা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প।	০২/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩
৮।	সিলেট	"সিলেট জেলার গায়াইনঘাট উপেজলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ" শীর্ষক প্রকল্প। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ শীর্ষক প্রকল্প	২৯/১২/২০২২	০২/০৩/২০২৩

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৯ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ১৩ প্রকার প্রকল্পের ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যক।

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প;
- ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;
- ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প;
- হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প;
- পানি সংরক্ষণ প্রকল্প;
- বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প;
- শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প;
- নদীর তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প;
- নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প;
- খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প;
- ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প;
- ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ ;
- মহাপরিচালক কর্তৃক উপযু´ বিবেচিত অন্যান্য প্রকল্প।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২০ এর উপবিধি ২(ঘ) অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে।

৪। অনাপত্তি প্রদান কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩০ এর উপবিধি (৩) এ উল্লেখ রয়েছে যে "ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে যে কোনো উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা"। উক্ত বিধি অনযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সরকারী/বেসরকারী শিল্প ও বানিজ্যিক সংস্থাসহ মোট ২৫ টি প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি প্রদান করেছে।

৫। ফি বা সেবামূল্য সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩,৮,৩৭ ও ৪১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪৭ (অনুমতি, অনাপত্তি, প্রকল্পের ছাড়পত্র, নবায়ন ইত্যাদি ফি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিগত ০৪/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি):

(ক) উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (National Water Resources Database, এনডব্লিউআরডি)' ওয়ারপো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের সমন্বিত পানি সম্পদের একটি কেন্দ্রীয় উপাত্তভান্ডার । মাল্টিডিসিপ্লিনারি উপাত্তভান্ডার, এনডব্লিউআরডি এবং এর সাব-সেট আইসিআরডি (Integrated Coastal Resources Database, সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার) -এ ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ূ, মৃত্তিকা, কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এ যাবত ১১০০ (এগারো শত) টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার ডাটালেয়ার ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষিত আছে । সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূর্বক উপাত্তভান্ডার দুইটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে । এই উপাত্তভান্ডারসমূহ পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস । বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ তাদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন ।

উপাত্ত সরবরাহ	অর্জিত অর্থ
২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) সহ মোট ০৭ টি প্রতিষ্ঠানকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ১২ (বার) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে	মোট ১৬৪৯৯২.০০ (এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত বিরানব্বই) টাকার উপাত্ত বিক্রির অর্থ কোষাগারে জমা হয়ে ।

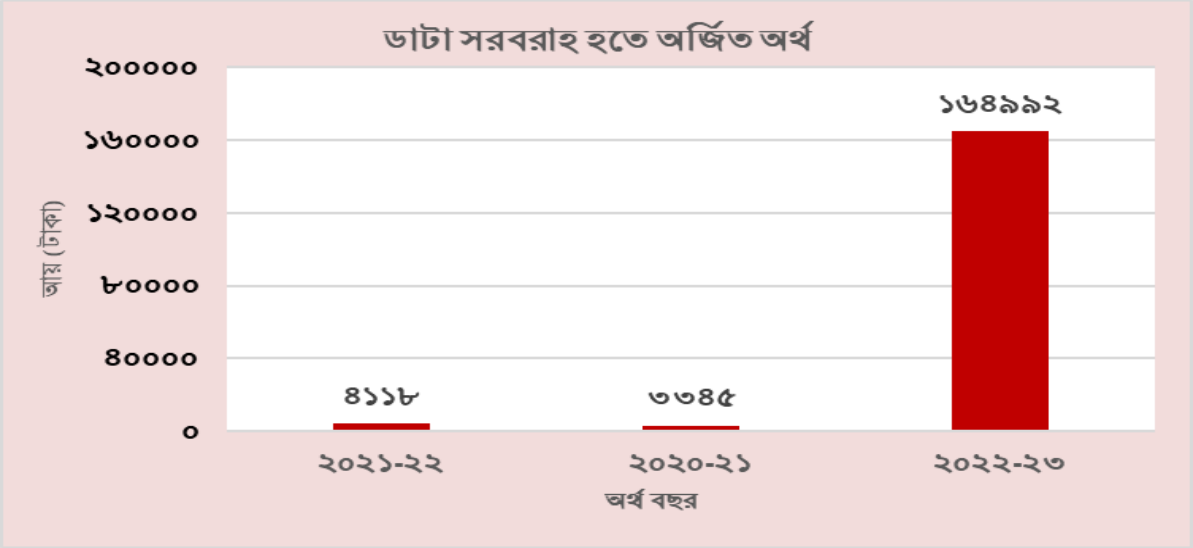

(খ) উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এবং নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হতে ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং conjunctive use of Surface water & Groundwater এর ডিজিটাল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ।

৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এপিএ মুল্যায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ১ম স্থান অর্জন করে।

চিত্রঃ ২০২৩-২৪ এর কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং একটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তার ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করে। সে প্রেক্ষিতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

চিত্রঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ২০২২-২৩ অর্থবছরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন

(ক) সমাপ্ত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের সময়কাল	০১/০১/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগে প্রকল্প এলাকার মৌজা পর্যায় পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপনসহ ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ।
প্রকল্প এলাকা	রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলা
প্রকল্পের বাজেট	১৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি = ১০২৩.৭৬ লক্ষ টাকা এসডিসি = ৫১০.০০ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের প্রধান আউটপুটসমূহ

- প্রকল্প এলাকার পানি সম্পদ ও ব্যবস্থাপনার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন মূল্যায়ন (PRA) রিপোর্ট।
- প্রকল্প এলাকার সুপেয় পানির আধার ও জলজ প্রাণীর আবাস স্থল হিসাবে সম্ভাব্য জলাধার সংরক্ষণের জন্য নির্ধারণ।
- ওয়ারপোকে অধিদপ্তর করার লক্ষ্যে খসড়া আইন প্রস্তুত।
- রাজশাহী জেলার ১৩টি ইউনিয়ন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ১০টি ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার ২৪টি ইউনিয়ন পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিন্হিত হয়েছে|

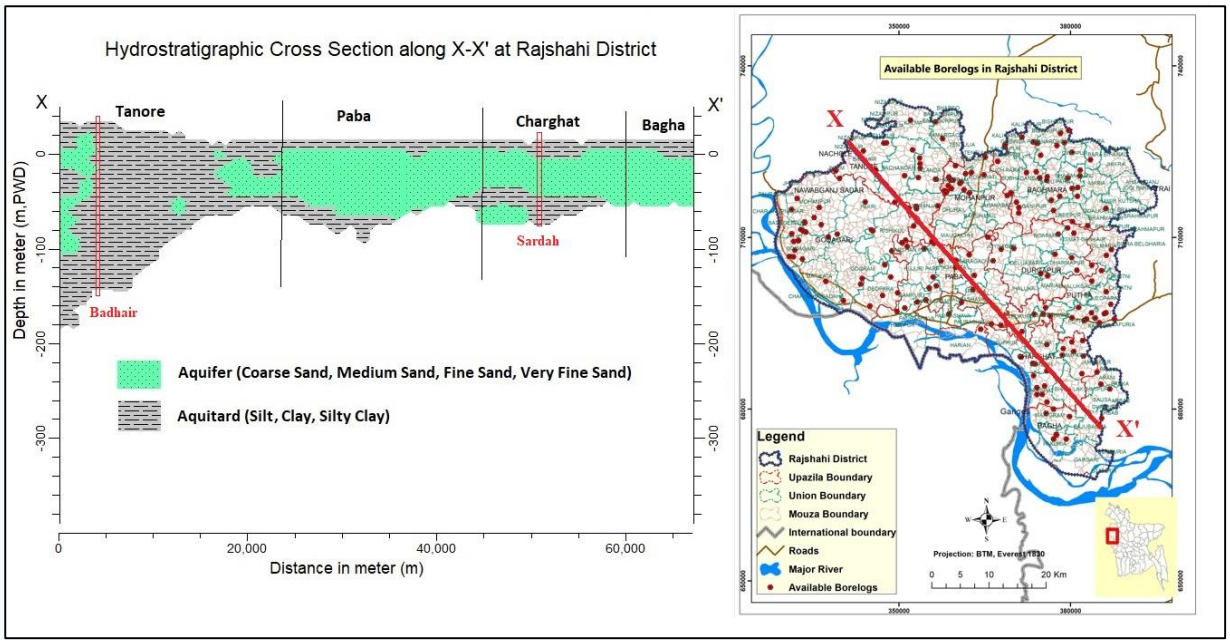

চিত্রঃ উপজেলা ভিত্তিক রাজশাহী জেলার হাইড্রো-স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ক্রস সেকশন (X-X' লাইন বরাবর)

উপরের চিত্র অনুযায়ী রাজশাহী জেলার তানোর থেকে বাঘা উপজেলা পর্যন্ত হাইড্রো-স্টাটিগ্রাফিক ক্রস সেকশন লাইন X-X' (চিত্র ১ ও চিত্র ২) থেকে এটি প্রতিয়মান হয় যে তানোর উপজেলার বাধাইর ইউনিয়ন এর জলাধার স্তরের পুরুত্ব খুবই সীমিত (৩-১২ মিটার) অন্যদিকে চারঘাট উপজেলার সারদা ইউনিয়ন এ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পুরুত্ব মাঝারি পর্যায়ে (৩০-৫০ মিটার)। তানোর উপজেলার বাধাইর ইউনিয়ন এর ১২ মিটার পুরুত্বে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিচে ৪২৬ মিটার ড্রিলিং গভীরতা পর্যন্ত আর কোন পানির স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়নি যাহা খুবই উদ্বেগজনক। তাই এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি শুধু মাত্র খাবার পানির জন্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বাধারই ইউনিয়নে ভূগর্ভস্থ স্তর এ পানির গভীরতা ভু সমতল থেকে ৩৩ মিটার নীচে যেখানে সারদাহ ইউনিয়ন এর গভীরতা ভু সমতল থেকে ৯ মিটার নীচে।

একইভাবে এই সমীক্ষা প্রকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়ন এর জন্য ভূগর্ভস্থ স্তরের পুরুত্ব এবং পানির গভীরতা পর্যালোচনা করে GW Modelling এর মাধ্যমে সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

- আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বাকি অংশে অনুরূপ গবেষণা করা উচিত।
- ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে হবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি এবং বৃষ্টির পানির একত্রে ব্যবহার প্রচার করতে হবে।

- শুধুমাত্র পানীয়, গোসল এবং মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ব্যবহারের জন্য প্রকল্প এলাকার পুকুরগুলিকে আরও গভীরভাবে পুনঃখনন করা দরকার।
- বিভিন্ন কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পানি স্তরের অবনমন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কর্মশালা

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কর্মশালা

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কর্মশালা

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় কর্মশালা

(খ) চলমান প্রকল্প

গবেষণা প্রকল্পের নাম	:	**Establishment of Water Quality Index (WQI) through Principal Component Analysis for the Dhaka-based Rivers**
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৮০.১৬ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল	:	জুন, ২০২৩- মে, ২০২৫
উদ্দেশ্য	:	এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাইলট ভিত্তিতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী ৪টি নদীর পানির গুনগত মান যাচাই করার নির্ণায়ক হিসেবে Water Quality Index (WQI) নির্ণয় করার জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি নিরুপন করা। গবেষণাটির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে নদীগুলোর পানির গুনগত মানের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতির সুপারিশ প্রদান করা যাতে সঠিক পরিকল্পনা ও ডিজাইনের মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী ৪ (চার)টি নদী - বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদী।
কাঙ্ক্ষিত ফলাফল	:	• বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদীর পানির গুনগত মানের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত; • প্রতিটি নদীর পানির গুনগত মান অবনমনের জন্য পানিতে উপস্থিত প্রধান উপাদানগুলো PCA এর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ; • দেশের নদীগুলোর WQI নির্ণয় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি কার্যকর পদ্ধতি; • ভবিষ্যতে নদীগুলোর পূনর্বাসন ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য সুপারিশমালা।

চিত্রঃ ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর মনিটরিং সাইটে মাঠ পর্যায়ে জরিপ

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্প (Proposed Project)

১. "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০ টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি পানি ধারকস্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ"

সারসংক্ষেপঃ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	**পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)**
প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়	**৪৯৮৪.৭৬ লক্ষ টাকা**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	উদ্দেশ্য: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০ টি জেলায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুণগত মান এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপন করা। উক্ত অঞ্চলের শিল্প জোন, ভূগর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের নিম্নমূখী প্রবণতা, অধিক জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভূপরিস্থ পানি দূষণ, নগরায়ণ প্রবণতা উক্ত প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়।

	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ: -প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির গুনগত মান নির্ধারণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পানির ব্যবহার ও চাহিদা বিবেচনা করে পানি সংকটাপন্ন এলাকা (Water Stress Area) চিহ্নিত করা; -বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রয়োগে প্রকল্প এলাকায় মৌজা পর্যায়ে অ্যাকুয়াফারের স্থানিক (Areal) ও উলম্ব (Vertical) ব্যাপ্তি এবং সম্ভাব্য রিচার্জ পটেনশিয়াল নির্ধারণ করে ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের ট্রেন্ড এবং নিরাপদ আহরণ সীমা (safe yield) নির্ধারণ করা; -প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ ও প্রকল্প প্রণয়নে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও মানচিত্র প্রণয়ন করা; -প্রকল্প এলাকায় জরিপ, হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং এবং ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও চাহিদার অনুসন্ধানপূর্বক টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ণ করা; -প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন খাতওয়ারী (কৃষি, সেচ, মৎস্য, শিল্প, গৃহস্থলী প্রভৃতি) ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুণগত মান, ব্যবহার ও চাহিদা সংক্রান্ত ম্যাপ প্রণয়ন এবং জিআইএস উপাত্তভান্ডার প্রস্তুতকরণ।

২. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Technical Assistance Project for "Preparation of national Water Resources Plan (NWRP)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

প্রকল্পের ব্যয়

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অর্থায়ন

বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও দেশের পানি সম্পদের যৌক্তিক ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

৩।"Assessing Sedimentation in Long-Term Morphological Time-Scale in GBM Delta" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প

গবেষণা প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

ওয়ারপো-বুয়েট এর যৌথগবেষণা "Research on Sediment Distribution and Management in the South-West Region of Bangladesh" এ বিভিন্ন পলি ব্যবস্থাপনা অপশন/কৌশল যেমনঃ ক্রসড্যাম ও ড্রেজিং পলিবণ্টনে ও বিস্তারে স্থানীয় ভাবে কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে তা স্বল্পমেয়াদী মডেল সিমুলেশন এর মাধ্যমে নিরুপন করা হয়েছিল। একটি মরফোলজিক্যাল সিস্টেম সাম্যবস্থায় আসতে কয়েক দশক সময় নেয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকির বিবেচনায় নিয়ে

বাংলাদেশ ব-দ্বীপের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য Sediment Enhance Option রক্ষা কার্যকারিতার উপর গবেষণা এখনও সীমাবদ্ধ। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী মরফোলজিক্যাল সময়স্কেলে এইগ উবষঃধ ব-দ্বীপের অবক্ষেপণের তথ্য ও জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ।

প্রস্তাবিত গবেষণায় বিভিন্ন Sediment Management Option সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ভূমিরূপ পরিবর্তন ঠেকিয়ে টেকসই ব-দ্বীপ বিস্তারে দীর্ঘমেয়াদে কিরূপ কার্যকর হবে তা মডেলসিমুলেসন এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে। বাংলাদেশে প্লাবনভূমিতে পলি পড়ার হার/পলিরস্তর নির্ণয় তথ্য খুবই অপ্রতুল। ফলে নির্ভুলভাবে মডেল ক্যালিব্রেসন ও ভেলিডেশন করা দূরহ হয়ে পড়ে। এই গবেষণায় বিষয়টি সমাধানে ৩০০ টি লোকেশনে পলির স্থর উপাত্ত নির্ণয় করা হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ ডেল্টা মডেল ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের প্লাবনভূমিতে দীর্ঘমেয়াদী পলি ব্যবস্থাপনা কৌশল (Sediment Management Option) বিষয়ে অনুসন্ধান। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সমূহ-

- দীর্ঘমেয়াদী মরফোলজিক্যাল সময়স্কেলে পলির ভারসাম্য নির্ণয়
- বদ্বীপ প্লাবনভুমিতে দীর্ঘমেয়াদে পলি জমা হওয়ার হার নির্ণয়
- সেডিমেন্টেসনের উপর পলি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বিভিন্ন কৌশলের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ।

৪. "ক্লাইমেট স্মার্ট ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল রিসোর্সেস ডাটাবেস (সিএসআইসিআরডি) (Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের মেয়াদ

বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল ১২ বছর।

প্রকল্পের ব্যয়

প্রকল্পের মোট ব্যয় ১২২০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অর্থায়ন

বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদের একটি উপাত্তভান্ডার/ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ। উক্ত ডাটাবেস, বিভিন্ন উন্নয়ন/সমীক্ষা/কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। এছাড়া, উক্ত ডাটাবেস উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নতমানের গুণমান অর্জনে সহায়তাকরণ।

প্রকল্পের আউটপুট

বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদের একটি উপাত্তভান্ডার।

৯) এসডিজি এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন

ক) এসডিজি এর অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমঃ

এসডিজি এসডিজি ৬.৪ এ পানি সম্পদ খাতের পানির প্রাপ্যতা (Water Availability) বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলামান রয়েছে। এছাড়া, ওয়ারপোতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সংশিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং "Assessment of Environmental Flow in the major rivers in Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।

খ) ডেল্টা প্ল্যান-২১০০

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানিসম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পানিকেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রনয়নে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বর্ণিত কৌশলগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর Investment Plan এ বর্ণিত ওয়ারপো সংশিষ্ট প্রকল্পগুলো বাছাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ের প্রস্তাব বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিশেষ করে "Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)" প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র' সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র'।

১. হার্ড কপি
২. ডিজিটাল কপি
৩. তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ
৪. সহায়ক রিডিং স্পেস
৫. জার্নাল
৬. ফটোকপি
৭. হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নালের তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সবচেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৮ টি নতুন বই ওয়ারপোতে ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও পানি খাতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা'র প্রতিনিধি ওয়ারপো'র লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন। জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫৪ টি রিপোর্ট/জার্নাল ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-এর গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপো'র লাইব্রেরীতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপো'র লাইব্রেরীতে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর জীবনী সম্পৃক্ত ২১৩ টি নতুন বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু কর্ণার, ওয়ারপো লাইব্রেরী

উত্তম চর্চা

ক) শিরোনাম: পরিবেশবান্ধব (Environmentally Friendly) অফিস কক্ষ

বিবরণ:

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

খ) শিরোনাম: ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

বিবরণ:

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

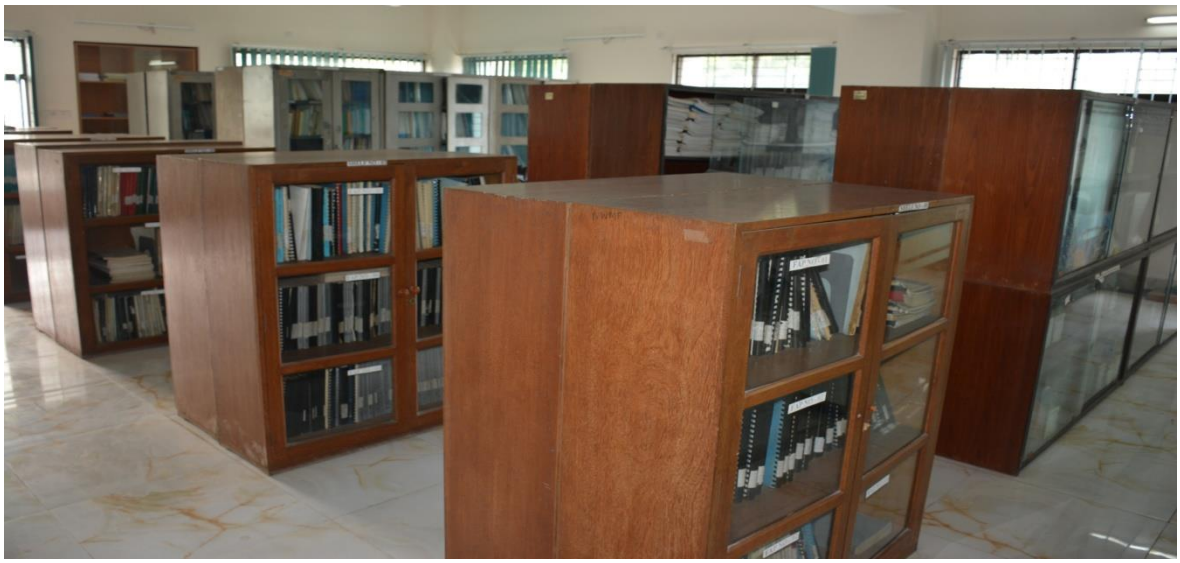

গ) শিরোনাম: মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

বিবরণ:

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

ঘ) শিরোনাম: হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিওআরডি)

বিবরণ:

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিইআরডি)'' এবং "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে । মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এযাবৎ এনডব্লিইআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্তস্তর (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

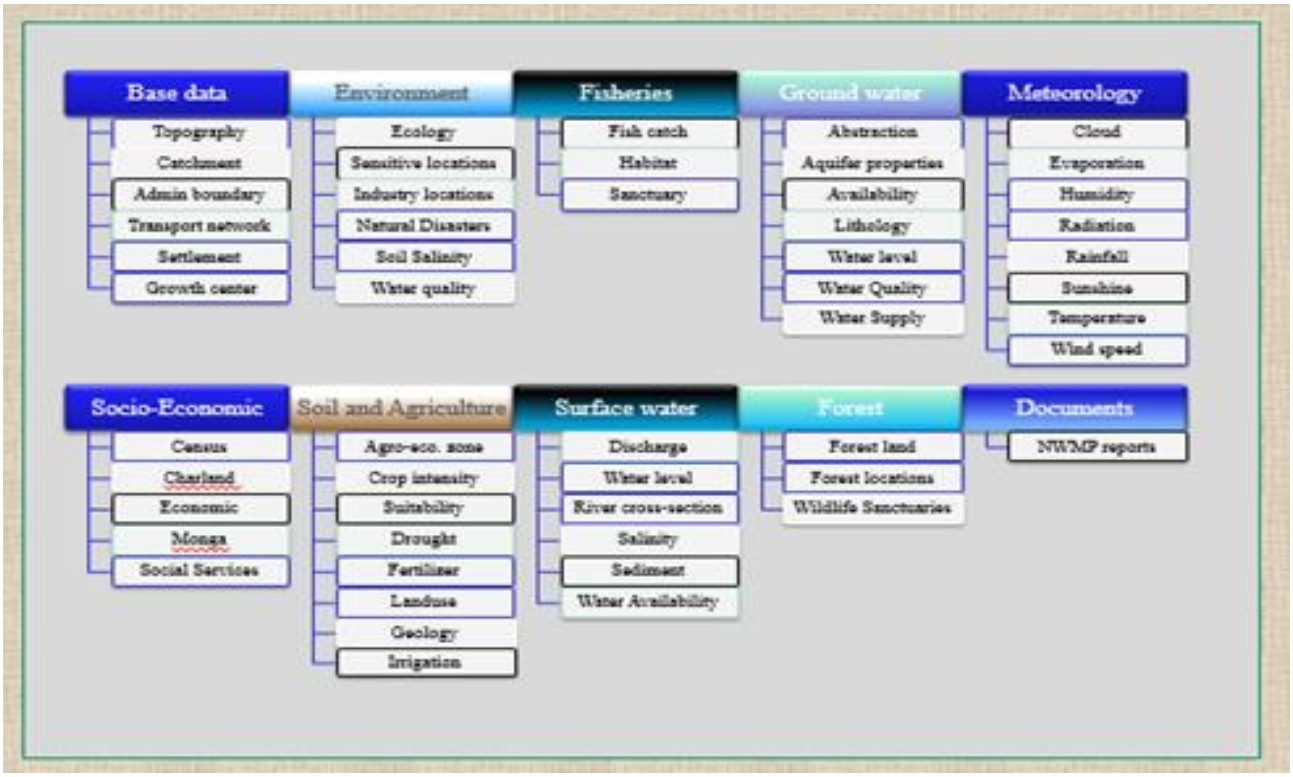

ঙ) শিরোনাম: আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বিবরণ:

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি স্বাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহায্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

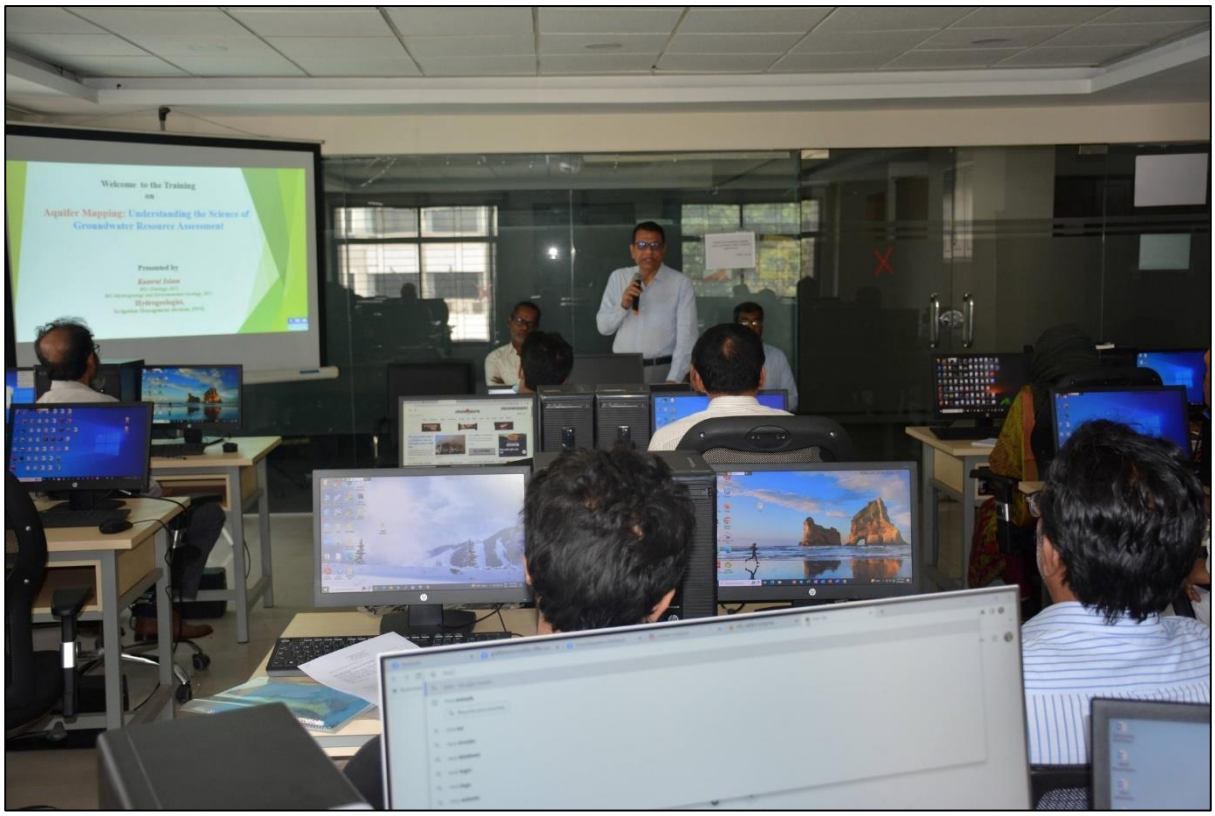

উপসংহার

দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো তার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮; জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০; শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি ২০২০ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে পানি খাতে সমন্বয়, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে পানির বিকেন্দ্রীকরণসহ পানির প্রাপ্যতা, চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ওয়ারপো'র সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ফটোগ্যালারী

চিত্রঃ পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি অনলাইন টুলস এর শুভ উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান (৩ জানুয়ারি, ২০২৩)

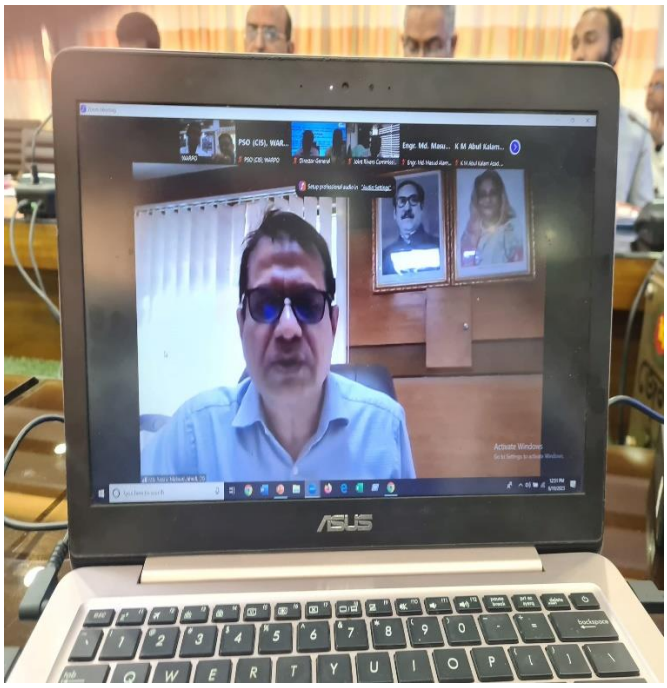

চিত্রঃ ১৯ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মতবিনিময় কর্মশালা

চিত্রঃ ১৩ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শেরপুর জেলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মতবিনিময় কর্মশালা

চিত্রঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

চিত্রঃ২২ মার্চ/২০২৩ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

চিত্রঃ ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

চিত্রঃপানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রহরী মরহুম মোঃ কামরুল হাসান এর পরিবারকে ওয়ারপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান